প্রতিশ্রুতি

"আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়েছি তাই আমি দিতে ..." কলিং বেল বাজানোর প্রায় পাঁচ মিনিট পর দরজা খুলতেই দিপা কথাটা বলে উঠেছিল কিন্তু পুরোটা আর শেষ করতে পারলো না মুখটার দিকে তাকিয়ে। হাসি মুখে লোকটা বললো ভিতরে আয় দিপা যদি তোর তাড়া না থাকে, এক কাপ চা খেয়ে যা অন্তত। কিছু বলতে গিয়েও আর কোনো কথা না বলে তার প্রিয় ছাত্রীর হাত ধরে ঘরে চলে এলো। লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো তুই বোস আমি চায়ের কথা বলে আসছি।

দিপা সোফাতে বসে পরলো।একটা নামী নাচের স্কুলের টিচার সে। আজ বৃষ্টির জন্য কেউ আসেনি শুধু অনু ছাড়া। এই মেয়েটা যাই হোক না কেনো কোনোদিন ও স্কুল কামাই করে না। ১০ বছর বয়সী হলেও এখনি একা একা যাই হোক না কেনো ঠিক নাচের স্কুলে গিয়ে বসে থাকে। দিপার বাচ্চা মেয়েটা কে খুব ভালো লাগে আর আজ বৃষ্টির জন্য বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসে দেখা পেল নীলের সাথে।

"কি রে কি চিন্তা করছিস এত" নীলের ডাকে হুস ফিরল দিপার। দেখলো নীল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। "মেয়েটা কে হয় তোর" থাকতে না পেরে জিগ্যেস করে ফেলে দিপা। অনু আমার মেয়ে হয় রে। হেসে উত্তর দেয় নীল। দাঁড়া চা টা নিয়ে আসি বলে উঠে যায় নীল। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় দিপার আর নিজের মনে বলে উঠে বিশ্বাসঘাতক।

জিৎ

কলেজ ফেস্টে র জন্য রিয়ার্সালের সময় আলাপ হয়ে ছিল তাদের দুজনের। দুজনেই সেই বছরেই কলেজে ভর্তি হয়েছে। নীল কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে আর দিপা ইতিহাস নিয়ে। প্রথম দিনই দুজনের মধ্যে খুব ভালো বন্দুত্ব হয়ে যায়। খুব সুন্দর গান করতে পারতো নীল। আসতে আসতে যা হওয়ার তাই হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে দিপা । নীল বলেছিল ওদের নাকি প্রচুর বড় বিজনেস আছে। সে এখানে থেকে পড়ে ঠিকই কিন্তু পড়া শেষ হলেই সে নিজের বিজনেসে মন দেবে। ওর বাড়িতে ওর বাবা আর মা ছাড়া কেউ নেই। শুধু এই কলেজটা ভালো বলে এত দূর থেকে এখানে এসে পড়েছে। এগুলো শুনে দিপা প্রায়ই বলতো আমরা তো এত গরীব বোল। তোর মা বাবা আমায় মেনে যদি না নেয়। এটা শুনলেই নীল বলে উঠতো ঠিক মেনে নেবে, আমি তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবই না। কথাটা মনে পরতেই রাগে দুঃখে হেসে উঠলো দিপা আর তারপরই দেখলো নীল কখন সোফার ওপাশে চা নিয়ে এসে বসে ওকে দেখছে।

" তোর কি খবর বল, দশ বছর আগে সেই যে চলে গেলি তারপর তো আর কোনো খবরই দিলি না। আমায় কিছু বলার প্রয়োজন ও মনে করলি না। বিয়ে কবে করলি?" একসাথে কথাগুলো বলে উঠলো দিপা। নীল হেসে বলে উঠলো সেই জন্য এখনও রাগ করে আসিস

নাকি? তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল বাবার হটাৎ করে স্ট্রোক হয় তাই সেদিন চলে যাই খবর পেয়েই। গিয়ে দেখি সব শেষ। মা সেই সক পেয়ে কোমা তে চলে যায়। তারপর বাবার কাজ শেষ করে মা কে নিয়ে আর বিজনেস দেখতে দেখতে এই দশ বছর কিভাবে কেটে যায় কিছু বুঝতে পারি নি। তোর কি খবর বল দিপা ? বিয়ে করেছিস?

দিপা বুঝতে পারে না কি বলবে।মনে পরে যায় কলেজের সেদিন এর কথা । কাউকে কিছু না বলে হটাৎ করে চলে গেছিলো নীল সেদিন। ওর সাথে একবার দেখা পর্যন্ত করে নি। আজ বুঝতে পারে কারণটা।

কিরে বললি না তো তোর কি খবর ? কেমন আছিস? বিয়ে করেছিস?

দিপা হটাৎ করে বলে উঠে না করি নি। করবো না। লজ্জা করে না কথাটা বলতে। বিশ্বাসঘাতক। তুই কি বলেছিল মনে আছে। আমায় ছাড়া নাকি আর কাউকে বিয়ে করবিনা। আমি এতদিন তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আর না। বিয়ে করি নি করবোও না। ভালোবাসা ফালতু। যাই হোক ছার। তোর বউকে মানে অনুর মাকে ত দেখছি না। আলাপ করাবি না আমার সাথে? লজ্জা করছে আলাপ করতে নাকি ভয়?

জিৎ

" আমার মা তো নেই" বাচ্চা গলাটা শুনে চমকে উঠে দিপা। দেখে কখন অনু পিছনে এসে দাড়িয়েছে। " আমার মা বাবা কেউ তো বেঁচে নেই" আবার বলে ছোট্ট অনু। বলেই নীলের বুকের ওপর পড়ে কেঁদে উঠে ।

দিপা অবাক হয়ে নীলের দিকে তাকাতে নীল ওর দিকে তাকিয়ে বলে

দিপা আমার বিজনেস পার্টনার এর মেয়ে। ওর মা বাবা একটা কার অ্যাকসিডেন্ট এ মারা যায়। ভগবানের আশির্বাদ যে অনু বেঁচে যায়। আমি ওকে দত্তক নিয়েছি। তারপর থেকে ওই এখন সব। ওকে মানুষ করার দায়িত্বটা আমার এখন। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে নীলের দিকে দিপা,শেষে বলে ওঠে তুই বিয়ে করিস নি এখনও। তাহলে তুই কি..কথাটা শেষ করতে পারে না।

নীল সোফা থেকে উঠে এসে ওর হাত ধরে বলে উঠে না রে বিয়ে টা আর করিনি। তোকে পরে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু

পাইনি। তোরা বাড়িও বদল করেছিলি। তাই জীবনের প্রতি মোড়ে আমার অপূর্ণ ভালোবাসার পুর্নতা খুঁজে চলেছি।আজ সেটা পেলাম

আমি প্রতিশ্রুতি ভাঙি না। বিয়ে করবি আমায়? শুধু অনুকে নিজের মেয়ের মত দেখতে হবে তোকে।বল করবি?

কি উত্তর দেবে বুঝতে পারে না । শুধু দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গাল ভিজিয়ে দেয় তার। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আবার